জনগোষ্ঠী-রীতিনীতিতে মিথের ব্যবহার ও ম্যাজিক রিয়ালিজম

ঝর্ণা চট্টোপাধ্যায়

'ম্যাজিক রিয়ালিজম' শব্দটির প্রথম ব্যবহার বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, জার্মান শিল্প সমালোচক ফ্রানজ রো'র আলোচনায় যদিও তার শব্দের প্রয়োগ ছিল একদল ছবি আঁকিয়ের চিত্র সমালোচনার প্রসঙ্গে। ক্রমে ক্রমে এই শব্দটির বহুল প্রচার ও প্রসার ঘটে শিল্পের অন্যান্য শাখায় তথা সাহিত্যেও। লাতিন আমেরিকান সাহিত্যে, বিশেষ করে নোবেলজয়ী বিখ্যাত লাতিন আমেরিকান সাহিত্যিক গার্সিয়া মারকুইজের 'ওয়ান হানড্রেড ইয়ারস ওব সলিটিউড' গ্রন্থে ম্যাজিক রিয়ালিজমের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন। ক্রমশ ম্যাজিক রিয়ালিজম সাহিত্যের একটি বিশেষ প্রবণতা হয়ে ওঠে যা লাতিন আমেরিকান সাহিত্যের পাশাপাশি ইউরোপীয়ান সাহিত্য, চিত্রকলা, আধুনিক ইংরাজি সাহিত্যের ভারতীয় লেখকদের রচনায় এমনকি বিভিন্ন চলচিত্রেরও মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। এভাবেই ম্যাজিক রিয়ালিজম হয়ে ওঠে একটি স্টাইল বা লেখনীর প্রকাশভঙ্গি যার মাধ্যমে কঠিন বাস্তবকে রূপক বা রূপকল্পের মোড়কে উপস্থাপন করা হয়। এই রূপক বা কল্পনাগুলি এমনভাবে উপস্থাপিত হয় পাঠকের সামনে (কিংবা দর্শকের সামনে) যাকে বাস্তব হিসাবে মেনে নিতে কষ্ট হয় না। ম্যাজিক রিয়ালিজম বা জাদু-বাস্তবতার এখানেই সার্থকতা।

যদিও অনেকে মনে করেন ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রকাশ লাতিন আমেরিকান সাহিত্য ও ইউরোপীয় চিত্রের মাধ্যমে, একথা মনে রাখা দরকার যে তারও বহু আগে ভারতীয় পুরাণ, সাহিত্য, কথা এমনকি বেদেও এর প্রকাশ দেখা যায়। ম্যাজিক রিয়ালিজমকে 'পরা-বাস্তবতা', 'জাদু -বাস্তবতা' কিংবা কাঙ্ক্ষিত-বাস্তবতা বলা চলে। মধ্যযুগের পুরাণ নির্মাণের সময় পর্যন্ত এর তৈরির সময়। হরিবংশ, কৃষ্ণমঙ্গলকাব্য, (দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ) ও রামায়ণের স্বর্ণমৃগয়া পর্বগুলিকে এই জাদু-বাস্তবতা বা ম্যাজিক রিয়ালিজমের উদাহরণ বলা যায়। বিশেষত মহাভারতের সভাপর্বে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এবং রামায়ণে স্বর্ণমৃগ বধ যেন পাঠক ও দর্শকের মনে আবেশের সৃষ্টি করে। এই আবিষ্টতা, এই মোহজাল বিস্তারই জাদু-বাস্তবতার বৈশিষ্ট্য যার দ্বারা অসম্ভব হয়ে ওঠে সম্ভব , যার দ্বারা 'কাঙ্ক্ষিত বাস্তবের' সুখ অনুভুত হয় চরম রূপে পাঠক বা দর্শকের মনে।

অথর্ব বেদে আছে ইন্দ্রজালের নানান প্রসঙ্গ। অর্থব বেদে 'কৃত্বা' শব্দের অর্থ মোহ বিস্তারিত জাদু যা মোহাচ্ছন্ন করে। ভারতীয় পুরাণ ও সাহিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সঠিক পরিচয় না থাকার জন্যই তারা মনে করে ম্যাজিক রিয়ালিজমের জন্ম এবং বিকাশ পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। ম্যাজিক রিয়ালিজমের পূর্ণ পরিচয় লাতিন আমেরিকান সাহিত্যে হলেও এদেশে ভারতীয় বেদ, পুরাণ, প্রাচীন সাহিত্য, কাব্য এমনকি অবন ঠাকুরের মতো ছবি লিখিয়ের কলমেও ফুটে উঠেছে জাদু-বাস্তবতার আশ্চর্য্য ও চমকপ্রদ আভাস।

যদি আমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে বুঝতে পারব যেহেতু জনগোষ্ঠীগুলির উৎসবের রীতিনীতি ও ধর্মীয় বিশ্বাস প্রোথিত আছে আদিম যুগের চিন্তাধারার ভিতর, তাই তাদের রীতিনীতিতে প্রাক - ধর্মীয় জাদু বা রূপকল্পের ব্যবহার দেখা যায়। শ্রদ্ধেয় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'লোকায়ত' গ্রন্থে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন— 'The Vedic liberatures contain very strong traces of magical beliefs. Practically, the whole of the "Atharva-Veda" is nothing more than sheer magic. There was no religion but only magic. But the modern scholars should not take this "magic" like juggling of "illusory" something. This magic is strong belief and what we lay a pre-religious something.'.

সুতরাং বৈদিক যুগের প্রারম্ভে যে যাদু বা গভীর বিশ্বাসই ছিল ধর্মের মূল উৎস, জনজাতির উৎসবের নানান রীতিনীতিতেও তার আভাস মেলে। এমনকি কোনো কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মূল সুরটিই হল সে জাদুময়তা বা জাদুবাস্তবতা।

জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামে মানুষজনের সঙ্গে নানান আলাপ-আলোচনা, পরব, রীতি-রেয়াজের মাধ্যমে যে সকল উপাদান সংগৃহীত হয় তাতে অনেকাংশেই দেখা যায় বেশ কিছু মিথ বা রূপকল্প জড়িয়ে আছে। সমাজে কঠিন বাস্তবের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকা এইসব মানুষগুলি, ম্যাজিক রিয়ালিজম জাদু-বাস্তবতা কী তাঁরা জানেন না, বোঝেনও না। শিক্ষিত নাগরিকসমাজ যেভাবে একে ব্যাখ্যা করেন, যেভাবে বিষয়টি তাদের কাছে চর্চিত হয়, জনগোষ্ঠীর মানুষগুলির কাছে তা হওয়া সম্ভব নয়, হয়ও না। তাদের কাছে সবটাই কঠিন বাস্তব। কিন্তু কিছু কিছু উৎসব, অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক প্রথা বা রীতিনীতি, যাকে আমরা বলি রিচুয়ালস, তাতে অনেকসময়ই তাদের অজান্তে ব্যবহৃত হয় ম্যাজিক রিয়ালিজম বা জাদু-বাস্তবতা যা নিঃশব্দে, অগোচরে ঢুকে পড়ে ওইসব প্রথা বা রীতিনীতির ভিতর। যদিও তাঁরা তাকে গভীর ধর্মবিশ্বাস বা নিয়ম বলেই মানেন। জনজাতিসমাজে কয়েকটিমাত্র পরব বা অনুষ্ঠানের উদাহরণ দিলেই তা বোঝা যাবে।

লোকসংস্কৃতি গবেষক ও পাঠক মাত্রই জানেন জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম গোষ্ঠী সাঁওতালদের 'জাওয়া' বা 'করমজাওয়া' নামে একটি উৎসবের কথা। মূলত শস্য উৎসব, কিন্তু নানান প্রথা ও রীতিনীতি মনে করিয়ে দেয় জাদু-বাস্তবতার কথা। এই অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করে শুধুমাত্র কুমারী মেয়েরা। পুরুষের প্রবেশের অধিকার নেই। ভাদ্র একাদশীতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, যাতে পুরোপুরি নারী উৎসবও বলা চলে। জাওয়া ডালি থেকে যে বীজ অঙ্কুরিত হয় তা হল শস্য কামনা, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে সন্তান কামনাও। সাঁওতালদের এই নারী উৎসবটির সঙ্গে মিল পাওয়া যায় বর্ণহিন্দুদের পুণ্যিপুকুর ব্রতের, যে ব্রত শুধুমাত্র কুমারী মেয়েদের জন্যই নিদিষ্ট। এই প্রথার আড়ালেও লুকিয়ে আছে কাঙ্ক্ষিত - বাস্তব 'ঘরভর্তি সুখের সংসার'। আবার রূপক বা মিথের আড়ালে উঁকি মারে অন্য সত্যও। তা হল আদিম যুগ থেকে বহমান বিশ্বাস—কুমারী মেয়ের উর্বরতা, তারা ফলবতী নারী। মেয়েরা যেহেতু জননশক্তির আধার, তাই তারা যদি প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করে তাহলে তিনিও সন্তুষ্ট হবেন তাদের প্রার্থনায়, যখন প্রার্থনা করা হত— 'আমাদের নারীরা গর্ভবতী হোক, সন্তানসন্ততিতে পূর্ণ হোক পৃথিবী'। উৎপাদনের প্রতীক হল নারী, ভূমি, গাভী কারণ তাদের উৎপাদন ক্ষমতা আছে, তারা সন্তানধারণ করে। এমনকি কোনো কোনো জনজাতির মধ্যে প্রথা আছে নারীদের উলঙ্গ হয়ে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জন্য দেবতাকে প্রার্থনা জানানোর, যাতে বৃষ্টিরদেবতা খুশি হয়ে জলদান করেন। সাঁওতালদের 'সোহরাই' পরবেও পুজো করে ডিমের ওপর ষাঁড়ের পা মাড়িয়ে যাওয়াও একই ইঙ্গিত বহন করে। এ সবই হল সেই জাদু-বাস্তবতা বা কাঙ্ক্ষিত-বাস্তবতা

যা তাদের কাছে গভীর ধর্মবিশ্বাস, মান্য হয় উৎসবের আনুষঙ্গিক রীতি বা নিয়ম হিসাবে যার অন্যতম ব্যাখ্যা হল ম্যাজিক রিয়ালিজম।

এক্ষেত্রে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলা যেতে পারে জাদু-বাস্তবতার আরও একটি রূপের কথা যেখানে তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে ঢাল বা আড়াল হিসাবে। সাহিত্যে এই রূপকের মাধ্যমে যেমন অনায়াসে সিংহরূপ অত্যাচারী রাজার শাস্তি হয় টুনটুনিরূপ নিরীহ প্রজার দ্বারা, ঠিক সেভাবেই বাউল সংগীতে মিথ বা রূপকের আড়ালে লুকিয়ে থাকে কঠিন বাস্তব বা আপাত মধুর হলেও থাকে কঠিন সাধনার ব্যাখ্যা, আবার কোথাও কঠিন মুখোশের আড়ালে, থাকে মধুর রসের ছোঁয়া। জাদু-বাস্তবতার এও এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলা যেতে পারে।

অনেকসময় ভয় বা দুর্বলতার পিছনেও থাকে ম্যাজিক রিয়ালিজম বা জাদু-বাস্তবতা। যেমন আমরা বলতে পারি 'জেলেঞ্চডাহর' নামে সাঁওতালদের পারলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্টানের কথা। সাঁওতাল সমাজে আত্মীয় পরিজন মারা গেলে হয় দাহ করা হয় কিংবা কবর দেওয়া হয়ে থাকে। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। কিন্তু হিন্দুদের মতো অস্থি বিসর্জনের রীতি আছে। হিন্দুদের অস্থি বিসর্জন দেওয়া হয় গঙ্গায়, সাঁওতালদের দামোদরে, মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়া হলে তার হাত ও পায়ের নখ কেটে নেওয়াহয় অস্থি হিসাবে। দাহ করা হলে করোটির তালু পুড়ে আলগা হয়ে পড়ে গেলে সেটিকে তুলে নেওয়া হয় অস্থি হিসাবে। মৃত ব্যক্তির অস্থি একটি নতুন হাঁড়িতে ঢাকা দিয়ে রেখে আসা হয় গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি গাছের তলায়। গ্রামের শেষ প্রান্তের এই স্থানকে তারা বলেন 'কুলহি'। মৃত ব্যক্তির অশরীরী আত্মা যাতে মৃত ব্যক্তির পরিবারের ও গ্রামের কোনো ক্ষতি না করতে পারে তাই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অস্থিকে পাহারা দেয় দুই আত্মা-ইদান সিং ও মাদান সিং। এই দুই আত্মা ইদান সিং ও মাদান সিং হলেন সাঁওতালদের কল্পিত পূর্বপুরুষ যাদের আত্মা প্রথম বিসর্জিত হয়েছিল দামোদরে বলে তারা মনে করেন। তিনদিন পর পুজো করা হয় এদের, তারপর অস্থি নিয়ে যাওয়া হয় দামোদরে বিসর্জনের জন্য। জেলেঞ্চডাহার ক্রিয়াটির পিছনেও কাজ করে সেই জাদু-বাস্তবতা। ইদান সিং ও মাদান সিং -এর পাহারা নামক মিথের আড়ালে লুকিয়ে থাকে কাঙ্ক্ষিত বাস্তব— পরিবারের মঙ্গল কামনা, কোনো ক্ষতি বা অপদেবতার ভয় না করা। আর এভাবেই জনজাতিটির পারিবারিক ক্রিয়ার পিছনেও অজান্তে, আগোচরে কাজ করে ম্যাজিক রিয়ালিজম বা জাদু-বাস্তবতা যা আদিম ধর্মের মূল সূর, আসলে তাদের গভীর বিশ্বাস। উৎসব অনুষ্ঠানের রীতিনীতি ছাড়াও আমরা উদাহরণ দিতে পারি অপেক্ষাকৃত সহজ, সরল, গভীর আরও এক বিশ্বাসের কথা যার মূল ছড়িয়ে আছে হাজার হাজার বছর ধরে প্রতিটি ভারতবাসীর মনে।

জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামের মানুষের কাছ থেকে পাওয়া নানান তথ্য থেকে পেয়েছি সভ্য, শিক্ষিত সমাজের রামায়ণের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে বয়ে চলা লোককাহিনি—আদিবাসীদের বা জনগোষ্ঠীর নিজস্ব রামায়ণ যা তাদের কাছে এখনও রয়ে গেছে শ্রুতির আকারে। এই কাহিনিতেও আছে মিথের ব্যবহার যেখানে রামকে তারা মনে করে তাদের নিজেদের লোক অর্থাৎ আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত, কারণ রামের খালি পা, দেহের রং, হাতের তির-ধনুক মনে করিয়ে দেয় তার কথা এবং এরা সেটাকেই যথেষ্ট প্রমাণ বলে মনে করে। রাম তাদের সমাজভূক্ত বলে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে পেরেছে রাজপ্রাসাদ, বনে বনে শিকার করে ঘুরে বেড়ায় তাদের মতো, বাস করে মাটির ঘরে। তবে কি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আশ্চর্যজনকভাবে উঠে আসা এই লোককাহিনিতে রাম নামক মিথের আড়ালে চলে নায়কের অনুসন্ধান যে এনে দিতে পারবে তাদের আদিম স্বপ্নরাজ্য, তবে কি আবহমান কাল ধরে অজস্র লোকগাথা, নানান উৎসব, অনুষ্ঠানের ভিতর এভাবেই কাজ করে চলেছে ম্যাজিক রিয়ালিজম বা জাদু বাস্তবতার ম্যাজিক, জনগোষ্ঠী সমাজে তথা উচ্চসমাজেও? একে জানার দায়িত্ব জনগোষ্ঠী সমাজের মানুষগুলির নয়, একে জানার দায়িত্ব নাগরিকসমাজের মানুষের, যাঁরা চর্চা করেন ম্যাজিক রিয়ালিজমের।